

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদীন,
শায়খোল-হোদা, হাদিয়ে-জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ সুফী
জনাব আলহাজ্জ হজরত মাওলানা

মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর
অছিযত নামা

জেলা উঃ ২৪ পরগণা — বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী —
খ্যাতনামা গীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
ফকিহ শাহ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মাদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহম্মাদ শরফুল আমিন

কর্তৃক

বশিরহাট “নবনূর প্রেস”

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

চতুর্থ মুদ্রণ : ১৪২৫

মূল্য- ২০ টাকা মাত্র ।



الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله
سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

অছিয়ত নামা

হজরত পীর সাহেবের অছিয়ত নামা

আচ্ছালামু আলায়কুম—

বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এই যে, আমার খলিফা মুরিদান
ও কুল ইমানদার মোছলমান ভাই দিগের নিকট নিম্নলিখিত মনোভাব
প্রকাশ করিলাম। সকলে যথাশক্তি আমল করিবেন। হায়াত কাহারও
কায়েম নহে।

☆ كل نفس ذائقة الموت

“কুল্লো নাফছেন জায়েকাতুল মাউত।”

আমি বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, কোন সময় ইহ দুনিয়া
ছাড়িয়া যাইতে হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার ভয় হয়, আমার খলিফা
ও মুরিদগণ ও মোতাকেদগণ শরিয়ত অনুযায়ী আমার মতের কোন
বিরুদ্ধমত আমল করিয়া গোমরাহ হইয়া পড়ে নাকি। স্থানে স্থানে দেখা
যায় যে, শরিয়ত অনুযায়ী আমলকারী পীরের খলিফা ও মুরিদ, পীরের
মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক এক জন এক এক দল তৈয়ার করিয়া
সাধারণ মোছলমান ভাইদিগকে গোমরাহ করিতেছে। যাহা হউক আমার

অছিয়তনামা খানি আমল করিলে আমি বিশেষ খুশী হইব। যেহেতু হাদিছ
الدال على الخير لفاعله “আদাল্লা আল্লাল খায়রে কাফায়েলিহি” যিনি
নেক কাজের পথ দেখাইয়া দেন, তিনি ঐ নেককারের সমান ছওয়াব লাভ
করিবেন। তাই অনুরোধ, আমি যেন মৃত্যুর পরও কিছু নেকি পাইতে
পারি।

বর্তমান সময়ে ঈমান বাচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে।
আশরাফোল মখলুকাত খাতেমুন্নাবিয়ীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু
আলায়হে ওয়াছাল্লাম শেষ নবী ও তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইহার
উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন।

কলেমা তৈয়েবা।— لا اله الا الله محمد رسول الله

“লা এলাহা-ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ
ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আল্লাহর রছুল।

কলেমা শাহাদাত—

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

عبد ورسوله ☆

“আশ্হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লাশারিকাল্লাহু ওয়া-
আশ্হাদো আল্লা মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাছুলুহ।”

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই,
তিনি অদ্বিতীয় অংশী বিহীন, আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ
মোস্তাফা আল্লাহর বান্দা ও রাছুল।”

ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন। ইহার বিপরীত কোন কিছুর
উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। যদি কেহ উক্ত কলেমা সমূহ পরিবর্তন
করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে।

(২) জীবিত কি মৃত পীরের ছুরাত হাজের নাজের জানিয়া ধৈয়ান করা হারাম, যাহারা করে তাহারা বে-ঈমান।

(৩) পুত্র কন্যাদিগকে দীনি এলেম শিক্ষা দিবেন, তৎ সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ ছনুর হেকমত (শিল্প) ও ভাষা, ইংরাজী, বাঙ্গালা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্বসাধারণে শিক্ষিত হইতে পারে তজন্য এছলামিক কলেজ, এছলামিয়া মাদ্রাছা, জুনিয়র ছিনিয়র মাদ্রাছা মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি হাদিছ তফছিরের দাওরা খুলিয়া হাদিছ তফছির পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেবেন এবং পাক কোরআন শরিফ তাজবিদ অনুযায়ী পড়িতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

(৪) স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নিদিগকে পর্দায় রাখিবেন। কন্যা দিগকে শিক্ষাদান কালেও পর্দায় রাখিয়া, স্ত্রীশিক্ষায়িত্রী বা মরহম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন। যাহারা স্ত্রী, কন্যা মা ও ভগ্নীকে বে-পর্দায় রাখিবে, তাহারা দাইয়ুছ হইয়া জাহান্নামে যাইবে। পর্দা করা ফরজে-আয়েন। ইহার প্রতি যাহারা ঘৃণা করিবে, তাহারা বে-ঈমান। উহাদের মতের উপর শিক্কার দিবে।

(৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করায় বাধানাই। যে চাকুরী শরিয়ত অনুযায়ী জায়েজ, তাহা করিবে, কিন্তু হালান উপার্জন ও ছন্নত মোতাবেক পোষাক ইত্যাদি ও রোজা নামাজ ইমান ঠিক রাখিয়া করিবে।

(৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী হইক, বিশেষ ওজর ব্যতীত সুদ দেওয়াও হারাম। সুদ দেওয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গোনাহ সুদের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই। সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা হারাম। যে সুদের মাল খাইবে, তাহার কলব (অন্তর) অন্ধকার হইয়া যাইবে। সে জেকরের আশ্বাদ পাইবে না।

সুদখোর তওবা করিলেও বাড়ীতে বৎসরকাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের (সমস্ত) মাল ফেরৎদেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ খাইতে পারে। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরৎ না দিলে, তাহাকে বৎসর কাল পর্যন্ত দেখিতে হইবে, সে সুদ হইতে পরহেজ করে কি না।

যদি সুদ না খায় ও তাহার মাল অর্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েজ হইবে।

সুদখোরের পৌনে বোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া এস্টেকামত না করা পর্যন্ত তাহার বাটীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সে ফাছেকে (মোলেন) (প্রকাশ্য ফাছেক) সুদখোরকে তওবা করান মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হেদায়েত হওয়া দুরের কথা বরং সুদখোর আরও শক্ত সুদখোর হইবে। অতএব যদি কেহ সুদ খায়, কিম্বা সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয় সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয় তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না।

(৭) মেয়ের সাচকের (পণের) টাকা খাইবে না। যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্বারা জেয়াফত করিবে, তাহা হারাম। এই জেয়াফত যাহারা খাইবে, তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ হইবে।

আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিম্বা মেয়ের পণের (সাচকের) টাকা দ্বারা জেয়াফত কারী ও গ্রহণ কারীর বাড়ীতে খাইবে, তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবে না। এইরূপ ব্যক্তি আমার খলিফা হউক, অথবা অন্য অন্য পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরিদ হইবে না।

(৮) ভাই ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েজ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দিবে। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক সন্তুষ্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবে। নচেৎ

খোদার নিকট দায়ী থাকিবে, টাকার হউক, কথার হউক, দাবী দারের নিকটে মাফ লইবে। যদি দাবীদার মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে টাকা পয়সা তাহার ওয়ারিশগণকে দিবে।

কথা ইত্যাদির মাপের জন্য নামাজ পড়িয়া সেই মৃতের রুহের উপর ছওয়াব রেছানি করিবে। আর খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র কন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েজ অপেক্ষা কম বেশী করিয়া দিলে খোদার নিকট দায়ী থাকিবে।

(৯) আমি যে কাদরীয়া, চিশ্টিয়া, নক্শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেরিয়া তরিকা সম্বন্ধে ছবক ও তালিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়ম থাকিবেন। উহা হজরত পীরান পীর শাহ আবদুল কাদের জিলানী ছাহেবের ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) এর কেতাব অনুযায়ী করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত মাওলানা শাহ কারামাত আলি মরহুম মগফুর ছাহেবের মা'রেফাতের কেতাবগুলি সকলে সর্বদা দেখিতে থাকিবেন, তিনি আমার দাদা পীর হজরত মাওলানা শাহ নুর মহম্মদ মরহুম মগফুর ছাহেবের পীর ভাই ছিলেন, অতএব আমরা এক তরিকা ভুক্ত।

(১০) আমার খলিফা ও মুরিদের মধ্যে যদি কেহ কোরআন হাদিছ ও ফেকহ সমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরিয়তের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার খলিফা ও মুরিদ দাবী করিয়া আমার অছিয়তের বিপরীত চলে তবে কেহ তাহাকে আমার মুরিদ বা খলিফা মনে করিবেন না তাহার নিকট মুরিদ হইবে না।

(১১) হিন্দুর পূজা পার্বনে, মেলা তিহারে ও গান বাজনার স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না, পূজায় পাঠা, কলা, ইক্ষু, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিবেন না। ভেট দিবেন না, দিলে গোনাহ কবির হইবে।

(১২) কেহ প্রকাশ্য ফাছেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াবেন না, যথা—বেনামাজি, কেননা প্রত্যহ

বেতরের নামাজ পড়া হয়, “নাতরোকা মাই ইয়াফজোরোকা” অর্থাৎ আমরা ফাছেক ফাজেরের সহিত চলিব না।

(১৩) কেহ দাড়ী মুগুন করিবেন না, এক মুষ্ঠীর কম হয় এমন খাট করিবেন না, লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রাল কটি, টেরী বা ঢাকাইয়া ছাট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট, প্যান্ট, নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না। ছন্নত মোতাবেক পোষাক লইবেন ও খালি মাথায় চলিবেন না। টুপি পাগড়ী লুঙ্গী পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোষাক ব্যবহার করাও জায়েজ।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, নাছারা, হিন্দু ও অন্যান্য গায়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্তমানে যাত্রার সং সাজিতে লজ্জা বোধ করে না। কখন দাড়ী মুগুন করে হ্যাট পরে, খালী মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায় কখন টুপি মাথায় দিয়া লুঙ্গি পরিয়া থাকে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ আমার মুছলমান ভাইদের ইমান কায়েম রাখেন ও শরিয়তের খেলাফ পোষাক হইতে রক্ষা করেন।

(১৪) তাস, পাসা, ফুটবল ব্যাটবল ইত্যাদি ঘোড়দৌড় মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোন প্রাণীর লড়াই খেলার নিয়তে দিবেন না ও করিবেন না। যদি কোথাও ঐরূপ লড়াই হয় তথায় যাইবে না, উহা হারাম।

আত্ম রক্ষার জন্য ঘোড়দৌড়, লাঠি খেলা শিক্ষা, তলোয়ার ভাজা তীরন্দাজী শিক্ষা মাসের মধ্যে ২/৩ দিন তালিমের জন্য করা জায়েজ হইবে, কিন্তু হাটুর নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিবে, নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়িবে, ঐ শিক্ষা কালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েজ আছে, কিন্তু ঈদ বকরাঈদ সবেবরাত, মহরম ইত্যাদিতে না করে। করিলে এবাদতের ক্ষতি হইবে।

(১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠি খেলা, কলেরগান, সুর দিয়া পুথি পড়া ইত্যাদি কার্য্য করিবে না। ফজুল ভাবে অর্থ ব্যয় করিবে না, ইহা হারাম।

(১৬) যথা শক্তি ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি-শিল্প কার্য্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জন করিবে। খয়রাত গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলেমের এলম পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়া উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে নছিহত করিবেন। কাহার নিকট ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করিবেন না, উহাও হারাম। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেন, তবে তাহা লওয়া জায়েজ আছে।

(১৭) আলেম ছাহেবদের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি কোন মছলা লইয়া এখতেলাফ বা মতভেদ হয়, তবে একত্রে বসিয়া কেতাব সমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্বসাধারণের নিকট ছহিহ মত প্রকাশ করিবেন। যাবৎ পর্য্যন্ত ঐরূপ আলেম ছাহেবদের একতা না হইবে, তাবৎ পর্য্যন্ত আলেম সমাজে দলাদলি থাকিলে, অচিরে সমাজ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

(১৮) যদি কোন আলেমের মত কোরাণ কেতাবের খেলাফ বিজ্ঞাপনে বা বাজে লোকের মুখে দেখিতে ও শুনিতে পান, তবে যতক্ষণ নিজে তাহার লিখিত মত বলিয়া কিম্বা তাহার মৌখিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন প্রকার এস্তেহার ও ফৎওয়া প্রকাশ করিবেন না। অনেক স্থানে অনেকে বাজে লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাল লোকের উপর ফৎওয়া ও এস্তেহার প্রকাশ করিয়া বহু সংখ্যক ঈমানদার মুছলমানদিগের ঈমান বিনষ্ট করিয়া, মহা গোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে। আলেম ও পীর ছাহেবগণ সাবধান থাকিবেন, শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে ও আলেমে আলেমে

বিবাদ ও দলাদলি লাগাইয়া ইছলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ পানা দেন।

(১৯) কেহ গান বাজনা করিবেন না ও শুনিবেন না, আল্লাহ ও রাছুলের তা'রিফ কবিতা গজল পড়িতে পারে, কিন্তু এলমে-অরুজির ওজনে পড়িবে, এলমে-মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ রাগিনী সহকারে পড়া হারাম। এলমে-অরুজির সহিত পড়িতে হইলেও ৫টি শর্ত পালন করিতে হইবে, যথা-(১) মেয়ে লোক মজলিশে না থাকে।

(২০) বর্তমানে যে বাজে লোক মছনবী শরীফ এলমে মুছিকীর ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়িয়া থাকে। ইহা জায়েজ নাই, তথায় যাইবে না। যদি কেহ তথায় গিয়া থাকে, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। মছনবী শরীফ এলমে-অরুজীর সহিত অর্থাৎ বিনা রাগ-রাগিনী মিষ্ট স্বরে পড়িতে বাধা নাই।

(২১) মাথায় এরূপ লম্বা চুল রাখিবে না যে তাহা মেয়ে লোকের ন্যায় হয়। বাবরী ছন্নতমোতাবেক রাখিতে পারে। বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বা চুল রাখে, উহা হারাম।

বাবরী রাখিতে হইলে, স্বন্ধ পর্যন্ত চুল কাটিয়া খাট রাখিবে, মহাড়ার নীচে না পড়ে। মহাড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদাতায়ালায় লা'নত পতিত হইবে।

(২২) ছওয়াব রেছানি করিয়া কেহ ছওয়াল করিয়া কিছু লইবে না, উহা হারাম (যদি কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে, আর পড়ানে ওয়ালা লিল্লাহে কিছু দেয়, এক্ষেত্রে লওয়া দেওয়া জায়েজ আছে। বর্তমান জামানায় কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফ শিক্ষা দিয়া ও আজান দিয়া ও এমামত করিয়া, খতম তারাবী পড়িয়া ঝাড়ফুক দিয়া মজুরি লওয়া জায়েজ আছে।

(২৩) ওয়াজ নছিহত আল্লাহর ওয়াস্তে করিবে। কিছু লিল্লাহ দিলে, লওয়া জায়েজ আছে। বাজে স্থানের লোকেরা ভালমন্দ সুদখোর

ঘুমখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজ কারিদিগকে দেয়, উহা নাজায়েজ। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে কোন দোষ নাই।

(২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জামায়েতে নামাজ পড়িবেন জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফ ব্যতীত সকল স্থানে আখেরে জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরফ করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক, বা না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরিদ করিতে থাকে অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয় আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরিয়ত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তা'লিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

(২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১/২২/২৩শে ফাল্গুন তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি ওয়াজের মজলিশ করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিম্বা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি, আল্লাহ বলিয়াছেন,—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর।” এই আয়তের মর্ম অবলম্বনে, আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়া বহু আলেম ওলামা, হাফেজ, কারী কর্তৃক ওয়াজ নছিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মহলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মহফেলে থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লন।

এই মহফিলে প্রায় প্রত্যহ ২৫/৩০ হাজার লোক হাজের থাকে। ঐ তিন দিনের এক দিন ৬০/৭০ খতম কোরআন শরিফ, ছুরা এখলাছ ও

ঘুষখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজ্জ কারিদিগকে দেয়, উহা নাজায়েজ্জ। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে কোন দোষ নাই।

(২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জামায়েতে নামাজ পড়িবেন জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফ ব্যতীত সকল স্থানে আখেরে জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরফ করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক, বা না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরিদ করিতে থাকে অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয় আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরিয়ত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তা'লিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

(২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১/২২/২৩শে ফাল্গুন তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি ওয়াজ্জের মজলিশ করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিন্বা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি, আল্লাহ বলিয়াছেন,—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর।” এই আয়তের মর্ম অবলম্বনে, আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়া বহু আলেম ওলামা, হাফেজ, কারী কর্তৃক ওয়াজ্জ নছিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মহলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মহফেলে থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লন।

এই মহফিলে প্রায় প্রত্যহ ২৫/৩০ হাজার লোক হাজের থাকে। ঐ তিন দিনের এক দিন ৬০/৭০ খতম কোরআন শরিফ, ছুরা এখলাছ ও

ফাতেহা, কলেমা ইত্যাদি পড়ান হয়। এই সমস্তের ছওয়াব হজরত নবি (ছাঃ) এর ও যাবতীয় অলি আউলিয়া, গওছ, কুতুব ও যাবতীয় মোহলমানের রুহের উপর ছওয়াব রেছানি করা হয়। এই জন্য এই মহফেলের এক নাম ইছালে ছওয়াব। যদি কেহ এই মহফেলকে (প্রচলিত) ওরোছ বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ শুনিবেন না। এই মহফেল যাহাতে আদ্বাহ কায়েম রাখেন, তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ, খলিফাগণ ও মুরিদগণ করিবেন। খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহার বাড়িতে এইরূপ মহফেল করিতে কাহারও শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান! কেহ যেন অর্থের লোভে বা অন্য কোনরূপ মান মর্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হেদায়েতের নিয়তে করিলে বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন যে, যেন এই মহফেলে কোন প্রকার বেদয়াত ও হারাম কার্য বা নামাজের জামায়াত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয়। যদি কেহ উহা করে, তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারে অমাবশ্যা পূর্ণিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া ‘ওরছ’ ইত্যাদি হইয়া থাকে। এমন কি জামাতে নামাজ পড়া হয় না, তথায় মেয়ে লোক যায়, তাহারা হালকা করে ও বেপর্দা চলে, উহা হারাম।

এরূপ মজলিশে কেহ যাইবেন না, যে রূপ সুরেশ্বর, মাইজভাণ্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐ ভাবের ‘ওরছ’ করা বেদয়াত ও হারাম।

(২৮) এমন জলি জেকর করিবে না, যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কোরআন শরিফ ও নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

(২৯) ‘জোয়াদ্বিন’ ও ‘দোয়াদ্বিন’ সম্বন্ধে যে স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মোহাক্কে আলেমগণ যে রূপ দোয়াদ্বিন পড়ে, আমিও তদ্রূপ পড়ি, দাল জাল দ্বারা পড়িলে, নামাজে ফতুরি আসিবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সম্বন্ধেও মখরেজ আদায় না হয়, তাহার জন্য মাফ।

(৩০) কেহ জমি কট রাখিবেন না, জায়সুদী ইত্যাদির দ্বারা কেহ সুদ খাইবে না ও জুলুম করিবে না।

(৩১) নিজের হাতে নাড়ি কাটা শরিয়তে কোন বাধা নাই। ইহা হজরত আদম (আঃ) এর ছন্নত হইতেছে। এই নাড়ি কাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে, হযরত আদম (আঃ) কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ইমান যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(৩২) কেহ আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোস্ত মৎস্য ও কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে। ইহা কোরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফের খেলাফ। যাহারা হালাল প্রাণী জবাহ করিতে ও খাইতে ঘৃণা করে, তাহারা কোরআন শরীফের বিপরীত কার্য করী, কাজেই তাহারা বে-ইমান।

(৩৩) হানাফী, মালিকি, হাম্বলী ও শাফিয়ী এই চারি মজহাবের কোন মজহাব এহনাত করিবেন না। আমি হানাফি, আমার মুরিদগণও হানাফী।

শিয়া, রাফেজী খারিজি ইত্যাদিদের আকিদা বাতীল ও হারাম।

চার মজহাব নহে, চারের মজহাব, চারের মজহাবই হাদিছ কোরআন ও ফেকাহ শরীফ হইতেছে।

ফেকাহ শরীফ, কোরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফের অনুবাদ (তরজমা) মাত্র। যাহা কোরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফে স্পষ্টভাবে নাই, তাহারই খোলাছা (মূলমন্ত্র) ফেকাহ হইতেছে অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহনাত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাকের হইবে কেননা ইহাতে কোরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফকে অবজ্ঞা করা হয়।

নবি (সঃ) জামানা হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইতেছে। যে আহলে হাদিছ ওয়াল কোরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলবে।

(৩৪) মিলাদ শরিফে কেয়াম করা মোস্তাহছান। যদি কেহ মৌলুদ শরীফ পাঠ কালে, কেয়াম করে, তবে কেহ তাহাকে জ্বরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তওল্লাদ শরীফ পড়ে, তবে তাহাকেও কেহ জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহছান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভক্ত হইবেন না। কেয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কেয়ামের সময় কেহবা বসিয়া থাকে, কেহ বা দাঁড়ায়, ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবেন, কিন্তু কেয়াম মোস্তাহছান ছুমতে উন্মত।

ছুমত তিন প্রকার (১) ছুমতে উন্মত (২) ছুমতে ছাহাবা (৩) ছুমতে নাবাবী।

(৩৫) এলমে-গায়েব আল্লাহ তায়ালা হজরত নবি (ছাঃ) কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ তায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হজরত নবি (ছাঃ) যে গায়েব জানেন, সেই গায়েবকে এলমে-হুত্বলি বলে।

(৩৬) দাড়ি রাখা, লম্বা কোরতা পরা ইত্যাদি ছুমত লেবাছকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বেঈমান হইবে। যেহেতু হজরত (ছাঃ) এর ছুমতকে অবজ্ঞা করায় হজরত (ছাঃ) কে অবজ্ঞা করা হয়। হজরত (ছাঃ) কে যে অবজ্ঞা করে, সে কাকের হইবে।

(৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরিদ হইলে, পীর যদি মরিয়া যায়, বেশরা হয় বা দূর দেশবাসী হয়, আর তাঁহার নিকট যাইতে অক্ষম হয়, তবে কামেল পীর দেখিয়া মুরিদ হইয়া তা'মিল পাইতে পারিবে, কিন্তু ভাল পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া অন্য পীর ধরিলে ঈমান যাইবার আশঙ্কা আছে।

(৩৮) আমার মুরিদ ও মো'তাকেদদিগকে ও সকল মুসলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শরিয়ত মোতাবেক আলেম কিম্বা কামেল হয়, তবে তাঁহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতেরদারী করিবেন, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। যদি কোন আলেম বা ওয়ায়েজ, ওয়দয়েজের মধ্যে আল্লাহ ও

রাছুলের প্রশংসা উপলক্ষে মছনবিয়ৱে কুমি ইত্যাদি এলমে মুছিকির ওজনে, অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহ পড়ে, তবে তাহার মহফেলে যাইবেন না। গেলে গোনাহগার হইবেন। যদি কেহ গিয়া থাকে, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, তথা হইতে উঠিয়া আসে।

(৩৯) আমি আলেম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহব্বত ও তা'জিম করিয়া থাকি। আপনারও তা'জিম ও মহব্বত করিবেন। যে আলেম ও সাধারণ লোক শরিয়ত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিবেন না। তুচ্ছ জানিলে আল্লাহতায়ালা ও হজরত (ছাঃ) নারাজ হইবেন, যেহেতু আলেমগণ নবিগণের ওয়ারেছ।

(৪০) সকলে কুলুখ ব্যবহার করিবেন, স্ত্রী কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলুখ ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেন, যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা ছন্নতে মোয়াকাদ্দাহ।

(৪১) মাদ্রাছার তালেবোল-এলমদিগকে যথা শক্তি জায়গীর রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাড়ি মুণ্ডনকারী, এলবাট রাখা ও হক্কা বিড়ি খোর তালেবোল-এলম রাখিবেন না। পরহেজগার নামাজী তালেবোল-এলম রাখিবেন। শিক্ষক দিগের পরহেজগারি অবলম্বন করিতে হইবে। মাদ্রাছা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।

(৪২) আমার খলিফা ও মুরিদগণের মধ্যে হাজার হাজার আলেম, হাফেজ ও কারী আছেন। তাহারা আমার আদেশে বহু কেতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। আমি সকলের কেতাব সম্পূর্ণ দেখিতে পারি নাই। কাজেই যদি কাহারও কেতাবে শরিয়তের কোন খেলাফ মত লিখিয়া থাকেন তবে কেহ আমল করিবেন না। বরং তাহার সংশোধনের জন্য তাহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

(৪৩) এলম দুই প্রকার, এলমে-জাহের ও এলমে বাতেন, এলমে-জাহের শরিয়ত—কোরআন শরিফ, হাদিছ শরিফ ও ফেক্হ শরিফ ইত্যাদি। শরিয়ত মোতাবেক আমল করাই তরিকত। তরিকত ব্যতীত মা'রেফাত হকিকত হতেই পারে না। উহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। শরিয়ত ছাড়িয়া যাহারা মা'রেফাত আমল করে, তাহারা ফাছেক। শরিয়ত অনুযায়ী তরিকত মা'রেফাত এবং হকিকত শিক্ষা করা ফরজ। যাহারা তরিকত আমল না করে, তাহারা ফাছেক। যাহারা সত্য তরিকত মা'রেফাত ও হকিকত অবজ্ঞা করে তাহারা কাফের।

(৪৪) কদমবুছি জায়েজ আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাত তা'জিমের জন্য চুম্বন করা বেদয়াতে জায়েজ। মুখ দিয়া কদমবুছি করা ছন্নত। যদি পীর উপরে থাকে, আর কদমবুছি করে, তবে জায়েজ হইবে।

(৪৫) আল্লাহ ব্যতীত কাহাকে এবাদতের ছেজদা করা কোফর। তাহিয়াতের ছেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে, তাহারা কাফের। নবি (ছাঃ) এর জামানার পূর্বে রুকুর নাম ছেজদা ছিল, তজ্জন্যই নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, “যেন কেহ ছালাম দিবার কালেও পূর্বে জামানার ছেজদার ন্যায় মাথা নত না করে।”

যাহারা বর্তমানে তাহাইয়াতের (তা'জিমের) ছেজদা হালাল জানিয়া করে ও লয়, তাহারা কাফের হইবে।

(৪৬) মোরগ বাঁধিয়া খাওয়া ছন্নত, হজরত (ছাঃ) উহা বাঁধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন। আমিও আমার মোতাকেদ ও সর্বসাধারণ ভাইদিগকে আদেশ করি। ‘জাম্বালা’ মোরগ না বাঁধিয়া খাওয়া মকরুহ তররিমি।

(৪৭) হজরত (ছাঃ) শেষ নবি, তাঁহার পরে কোন নবী হইবে না। যদি কেহ কোন সময় পয়গম্বরী দাবী করে, তবে সে মিথ্যাবাদী।

(৪৮) বর্তমানে একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বগদাদী ছেজদা করে, তাহারা উত্তর দিকে ছেজদা করিয়া পীর ছাহেব পীর ছাহেব বলিয়া থাকে, উহা হারাম। উহা জায়েজ জানিলে, বেদীন হইতে হয়।

(৪৯) পীর খান্দানই যে কেবল পীর হইবে, এমন কথা কোন কেতাবে নাই। যিনি শরিয়ত ও মা'রেফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন, যে বংশেরই হউন না কেন।

(৫০) আমার মুরিদ মোত'কেদগণ, আমার আদিষ্ট দরুদ ও অজিফা সমূহ ও মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন। মিথ্যা কথা বলিবেন না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। পর্দা পুশিদা মতে চলিবেন, সুদঘুষ খাইবেন না ও হারাম মাল খাইবেন না, হারাম কার্য—যেমন গান বাজনা করিবেন না ও উহা শুনিবেন না। ঐ সকল হইতে পরহেজ না করিলে, 'কলব' বন্ধ হইয়া যাইবে মারেফাতের কোন স্বাদ পাইবেন না। শরিয়তের খেলাফ বলিয়া দাবি করিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন। আমি ঐরূপ মুরিদ ও খলিফা চাহি না, তাহাদের নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না।

(৫১) কেহ শেরেক গোনাহ করিবেন না। যেমন হিন্দুর পূজায় ভেট দেওয়া, পাঠা, কলা, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করা, দিকশূল ত্র্যহস্পর্শ, শনি, রবিবার মানিতে নাই। কাহার মাল হারাইয়া গেলে গণক বাড়ী গণাইতে যাইবে না। ধান চাউলকে মালক্ষী বলিবে না। দোয়া করি, আল্লাহতায়ালা মোহলমান ভাই ভগ্নিদিগের ঈমান কান্নেম রাখেন।

(৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি মিষ্টান্ন, সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐ সকলের মর্শ্ব যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার

উচিত হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারি অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

অমুছলমানদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভাল, কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্য হারাম, যেমন—গোবর, চোনা ইত্যাদি।

(৫৩) কেহ জামাতা হইতে মেয়ে আটক রাখিবে না। জামাতার সহিত কোন বিষয় বিবাদ হইলে, মেয়ে আটক করা হারাম কেহ কন্যা ও ভগ্নি ইত্যাদি আটক করিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

(৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্যত্র ফেলিয়া রাখিয়া কষ্ট দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দাতে রাখিয়া তাহাদের হক যথারীতি আদায় করিবে, নচেৎ গোনাহগার হইবে।

(৫৫) কেহ ছকা বিড়ি সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরুহ তহরিমি। মদ, গাঁজা, ভাস্ক ও নেশার দ্রব্য সকল হারাম।

(৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা প্রস্রাবের স্থান করিবেন না, করিলে গোনাহগার হইবেন ও বন্দোয়া প্রাপ্ত হইবেন, যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

(৫৭) বৃদ্ধ পিতা মাতার খেদমত করিবেন, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।

সমাপ্ত